লীলা

ও

নাম সংকীর্তন

অমর গীতি।

প্রণেতা

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
আগরতলা

(স্বাধীন ত্রিপুরা)

১৩৩১

Printed by Jagadananda Roy
at the Santiniketan Press, Santiniketan Birbhum

গৌরচন্দ্র

মল্লার—একতাল।

কুন্দন কনয়া   গউর কাঁতি
কোটী চন্দ্র যিনি   নখর-ভাতি
বদন কমল   প্রীতি পাতি
মাতি ভকত   মধুপ গুঞ্জে ১
অরূপ বদন   অরুণ বসন,
মদন গরব   সব মরদন,
শ্রীকর অধর   নয়ন চরণ,
প্রভাত অরুণ   কিরণ গঞ্জে ২
কীর্ত্তন আনন্দ   সহ নিত্যানন্দ,
সততঃ বিততঃ   পরমানন্দ,
নাম প্রেম-সুধা   রাশী মকরন্দ,
লুটত পীয়ত   ভকত পুঞ্জে ৩
ব্রজসুধারাশী   নামেতে প্রকাশী,
মধুর উজ্জ্বল   রস বিলাসন,
গুপ্ত প্রেমধন   কৈল বিতরণ,
যাহা ছিল ব্রজ   নিভৃত কুঞ্জে। ৪
নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে   প্রতি গুঞ্জে গুঞ্জে
ব্রজ বালাগণ   করি প্রাণ পণ
যাহার প্রয়াসী   সেই সুধা রাশী
অধম কাঙ্গালে   সততঃ ভুঞ্জে। ৫
সেই রাসস্থলী   শ্রীবাস অঙ্গন,
সেই ব্রজবালা   শ্রীবৈষ্ণবগণ।

উথলিল আজু প্রেম সুধা সিন্ধু,
নৈদাধাম ধন্য নিধু নিকুঞ্জে ৬
আচণ্ডালে মিলি করে কোলাকোলী
ভাসল জগত প্রেমকুতুহলী
আবাল বনিতা ভাবেতে বিভোর।
তেজিমান বেদ নিগড ভঞ্জে ॥ ৭
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে খোল করতালে,
হরি হরি বোল সঘন কল্লোল,
জগনর নারী বলী হরি হরি,
নাচত বিভোরে আতুর রঙ্গে ॥ ৮
অধম আমরে পাবকি এবারি,
সেই সুধ সাধ প্রেম সিন্ধু কীন,
ভক্ত পদধুলী জীবন আধার।
গউর হরিনাম সুকণ্ঠে বঙ্গে ৯

মনোহরসা ই—পঞ্চরাগ—দশকোষী

কিমধুর শ্যাম নাম শিলি আলী কানে
কানের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গিয়া।
আকুল করিল মোর প্রাণে।
মধুর মধুর ধ্বনী, কানে আন শুনি।
মধু যেন, লেগে আছে কানে ।
কানেতে বেন্ধেছে হাড়ী, বল কিবা বুদ্ধি করি।
নাহি শুনি শ্যাম শ্যাম বিনে।
শয়নে, কি আলাপনে অশনে কি জাগরণে
দিবানিশি মরত গগনে॥
না নারি বিটপীলতা ননদী শাশুড়ী কথা।
কানে বাজে শ্যাম শ্যাম শ্যাম।
যথা যাই তথা শ্যাম হৈল সখি কিবেরাম।
চারি ভিতে, শুনি শ্যাম শ্যাম।

এহেন মূরতী সখি, দেখে নাই কভু আঁখি।
শুনিযাত, এত মুগ্ধ হই।
কি জানি মূরতি খানি, একবার দেখা আনি।
ধরি তাঁরে হৃদি মাঝে লই
চিত্র পটে আঁকিরূপ, নিরুপম কানুরূপ
বিশাখা, আনিলা ত্বরা করি।
হেরি তাই রাই কিশোরী, ধরিলেন বক্ষোপরি।
বিহ্বলে পড়িলা ধরা পরি
কেমনে আঁকিলি আলী, বাঁকা ঠাম বনমালী।
হস্ত না কাঁপিল কেন তোর
ত্বরা চল যমুনাতে, দেখা মোরে প্রাণনাথে
পরান পুতুলী শ্যাম মোর॥
হেথা ফুল মালা গলে, চন্দন তিলক ভালে,
যমুনা পুলিনে শ্যাম রায
ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়ায়ে, অধরে মুরলী নিয়ে
ভুবন করেছে আলো তয়
সেথা গে বিশাখা সনে, কালিন্দী অবগাহনে,
শ্যামঅঙ্গ সুসৌরভ আসি।
নাসার ভিতরে দিয়া, মরমে পশিল গিয়া,
প্রমত্ত করিল গন্ধরাশি
মৃগমদ ইন্দিবর, চন্দনা গুরু কর্পূর,
মিশ্রিত যুত মন্দ সমীরণ
যেমনি লাগিল গায়, ধাইলো উন্মাদিনী প্রায়,
যথা আছে মদন মোহন
ফুল্ল চিত মন প্রাণ, প্রমোদিত আগোয়ান,
হেরি শ্যাম মূরছি পড়িলা
হরি আসি নিল কোলে, বক্ষেতে ধরিল তুলে,
নবঘনে বিজলী মিশিলা।
সুধাধর সুধারস, চুম্বন অঙ্গ পরশ,
পরস্পর হইলা বিভোর

শ্রীমতির অঙ্গ-গন্ধে, মাতি অতি প্রেমানন্দে,
হৃদয়ে বাপিলা চিতচোর
মিলন মাধুরী গান, ধরিলা বিশাখা তান
স্থাবর জঙ্গম সনে গিলি।
এহেন মিলন বাদ গাইছে অমর চাঁদ,
জীবন ভরশা কুতুহলী

দেবাগরা—বংশীশিক্ষা—আড়া।

সখি কানু সে না গরবর।
নখের কাঁতনী নিরুপম যিনী
কোটিচন্দ্র শশধর
মুরলী খুরলী নিখেপী অঙ্গুলী,
না দিলা সঙ্কেত বাঁশী।
মোহিনী রাধিকা সঙ্গেতে বিশাখা,
তাহে রাতি পৌর্ণমাশী।
মিলিতে গোবিন্দ ফুল্ল প্রেমানন্দ,
চলিলা সত্বর করি।
গিয়ে কানু পাশ বড়ই উল্লাস,
বসিলা দেহিয়া হরি
কহে প্রাণনাথে দাও মোর হাতে,
বাঁশীটী শিখিতে চাই।
তব বাঁশী তানে হানে মোর প্রাণে,
কুল লাজ ভয় খই।
কাণু কহে রাই তবগুণ গাই—
মুরলী খুরলী ধারী।
রাই কহে কাণু ব্রজকুল ভাণু
এ বাসনা চিতে করি।
জয় শ্যাম শ্যাম, বাঁশী অবিরাম,
গায় যেন মনে সাধ।

অমর পামর, বড়ই কাতর
শুনিবে কি হেন বাদ

বিভাস---নাম—দানপারি

হরি হরযে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ

শ্রীনিবাস। হৃষিকেশ।
পীতবাস। জগদীশ।
বংশীধারী রাস বিহারী।
নমো হরে রাম।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম।
জয় রাম রাম
শ্রীশ্রীনাথ গোপীনাথ
শ্লোকোত্তম নরোত্তম।
রমা পতি। বনমালী
নমো অভিরাম।
শ্রীগোবিন্দ। শ্রীমুকুন্দ
বাসুদেব সংকর্ষণ
কালীকৃষ্ণ। হরি বিষ্ণু
পুরুষ রতন।
শ্রীবামন। জনার্দ্দন
গোপীকা—রমণ—ধন
গোপাল—গোবিন্দ—রাম
শ্রীমধু সূদন

দেবগিরি—ঝাপ—একতালা।

সখি ! কালিয়া মোহন ঠাম।

মোহন চূড়ায় মোহন পাখায়।
মোহিনী মোহন নাম।
মোহন তিলক মোহন ত্রিলোক।
মোহন মোহন ভালে।
মোহন গলায় মোহন মালায়।
মোহন মোহন দোলে।
মোহন চিকনী মোহনী গাঁথনী
মোহন মোহন ফুলে।
হেরিয়া মোহন জগবিমোহন।
ত্যজিলা মোহন কুলে।
মোহন কানেতে মোহন কুণ্ডল
মোহন মকার প্রায়।
হেরিয়া দোলন মোহন মোহন।
মোহিনী মুরছি যায়।
মোহন কোমরে মোহন কিঙ্কিনী
জগত মোহন বাজে।
করি কিনিকিনী মোহিলা মোহিনী
মোহন মোহন ব্রজে।
মোহন কটীতে মোহন ধটীতে
মোহন মোহন শোভে।
মোহন ঝঙ্কারে মোহন ভ্রমরে
মোহন সৌরভ লোভে।
মোহন অধরে মোহন বাঁশরী
মোহিনী মোহন বাজে।
মদনমোহন ভুবনমোহন
মোহন জগত মাঝে।
মোহন অঙ্গেতে মোহন অঙ্গদ
মোহন মোহন সাজে।

মোহন চরণে মোহন নূপুর
মোহন মোহন বাজে।
মোহন নাগর মোহিনী নাগরী
মোহন কদম্বতলে।
মোহিনী মোহন করিয়া দর্শন
মজিলা মোহিনী কূলে
গাইছে অমর মোহন নাগর
ভুবন মোহন রূপে
দিবে কি মোহন নয়ন রঞ্জন
মোহন চরণবুকে

ঝিংঝিট— নাম—কাওয়ালী

নমো নরোত্তম রাধাকান্ত গোবিন্দ।
হরেরাম হরেরাম জয় মুকুন্দ।
নমো রাধাকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য জগদানন্দ।
হরেকৃষ্ণ হরে রাম নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
নীলমণি শ্রীমাধব রমা নিকেতন।
হৃষিকেশ বনমালী বৃন্দারণ্য রাসস্থলী
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যহরি, জয় নিত্যানন্দ
জনার্দ্দন শ্রীকেশব বিশ্বগুরু শ্রীযাদব
পতিত পাবনধন, গোপীকা বল্লভ।
জগদীশ শ্রীনিবাস গুঞ্জমালী পীতবাস
যাদবায় মাধবায় অচ্যুতানন্দ।

ঝিংঝিট—নাম—একতালা।

হরিগোবিন্দ কৃষ্ণমাধব মুকুন্দমুরারী
কংশারী অঘারীহরি শ্রীরাসবিহারী।
মদনমোহন ভুবনমোহন
গোপীকা মোহন কৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন ধারী।

পতিত পাবন অধম তারণ
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু নীলাচল চারী।
নিতাই গৌর, কাঙ্গাল ঠাকুর
রাইকানু একতনু, শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
গৌর নিতাই, কানাই বলাই
শ্রীরাস ভঞ্জনকারী হরি হরি হরি

বেহাগ—গৌরচন্দ্র—খয়রা

গৌর গুণমণী অমিয় আঁধার
কলির জীবতরে পূর্ণ অবতার।
ঘরে ঘরে জয়ে, নাম প্রেম দিয়ে
পতিত অধমে করিলা নিস্তার। ১
কীর্ত্তন আনন্দ, সহ নিত্যানন্দ
যাচিয়ে যাচিয়ে, প্রেম পরচার
ব্রজ সুধারাশি, নামেতে প্রকাশি,
যারে তারে যাচি, দিলেন এবার। ২
বংশীটী ভাঙ্গিয়া, খোল করতাল
কীর্ত্তন আনন্দ শ্রীরাস বিহার।
কলী কৈল ধন্য জয় শ্রীচৈতন্য,
করি হরিনাম কীর্ত্তন প্রচার ৩
হেন অবতারে রতি না জন্মিলে
আসা যাওয়া সার হইল তাহার।
ব্রজ রাই কানু হয়ে একতনু। ৪
নাম প্রেম দিতে এলেন এবার
যে জন দেখেছে, সেই সে মজেছে
কিসে পাই এক রজ্ঞু সে ছুঁধাব
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, দাও হে সাঁতার।
গৌর প্রেম সিন্ধু অকূল পাথার।
সেই ত জনম হইল আমার,

কর্ম্মফেরে পড়ি, পতীত এবার
গৌর কৃপা বিনে, নাহি গতি আর,
হরি হরি হরি, প্রেম পবচার।
প্রার্থনা করয়ে অমর অধম।
দাও রাঙ্গা পদ, প্রেম অবতার॥

মনোহর সাই—গৌরচন্দ্র—লোভা

ধন্যারে নদীয়া দোঁহো রঙ্গে ভাতি
ভাস কল্পতরু বরে, নিরূপম কাঁতি।
ভুবনে দুর্লভ মরি, বিকশীত ফুল
ব্রজধামে রাইকানু, সেই তরুমুল।
চারি দিশী বহী করুনা পবন
ফুলেরি সৌরভে ব্যাপিল ভুবন।
ফুলের মধ্য দলে যেন নবনীল ঘন।
বাহিরে গলিত হেম বরণ রাতুল।
যাহার দর্শনে মোহি, জগজীবে রাজি।
প্রেমানন্দে চরাচর বিহ্বল আকুল।
আকর্ষিয়া ত্রিজগতী, জনগন মতি।
বিষয় মমতা লতা, করিল নির্ম্মূল।
ফুলের সৌরভ রসে নামে প্রেমে মাতি।
দিয়ে প্রেম পরিমল ভক্ত অলীকুল।
রায় রামানন্দ ধন্য যেইরূপ হেরি।
প্রেমময় করে ছিল গোদাবরী কুল।
অমর কাঁন্দিছে সদা হেরিতে মুরতি।
যেরূপ হেরিলে ধন্য হয় জাতি কুল

দেবগিরী—কৃষ্ণকালী—দশকোষী।

নিকুঞ্জ মণ্ডপেকালী রূপধরি বনমালী
অসি-বাঁশী করে রাধাকান্ত

কিবা অপরূপ আজি নীধুবন মাঝে সাজি
দাঁড়ালেন শ্রীধব শ্রীকান্ত
ভাবময়ীর ভাবে গলি রসময় গুঞ্জমালা
সুমধুর মুরলী নাদিলা
মুরলী নিনাদশুনি, আসিলেন বিনোদিনী
প্রাণনাথে সত্বর মিলিলা।
এথা ঘরে নাহি দেখি প্রাণ প্রিয়া বিধুমুখী
সক্রোধে চলিলা ত্বরা করি
আয়ান বিষণ্ন মতি সঙ্গেতে কুটীলা সতি,
যথা বাজে মোহন বাঁশরী।
ফিরে চাহি রাই কয় বল করি কি উপায়
ঐ যে আসিছেন মোর পতি।
রক্ষা কর এ বিপদে ধরি তোমার রাঙ্গা পদে
তুমি বন্ধু অগতির গতি।
কুটীলা কহিছে ভাই, ঐ দেখ বসিয়ে রাই,
কালীয়া কলঙ্ক কালী মাখে।
ধরি তাঁরে শ্যাম সনে, বান্ধি লহ বৃন্দাবনে,
এবার দেখিব কেবা রাখে।
গিয়ে দোঁহো কুঞ্জ দ্বারি দেখে রাধাকালীকার
স্তুতি করে, জুরি দুই করে।
ললিতা বিশাখা আদি, ধুপ দীপনে বিদ্যাদি
শঙ্খ ঘণ্টা কাশী বাদ্য করে।
কেহ চামর ঢুলায় কেহ মাদল বাজায়
প্রেমানন্দে আরতি বিহরে।
আয়ান দেখিয়ে ইষ্ট, দণ্ড সত ভূমিষ্ঠ,
অবাক হইল সব হেরে
কুটীলা কহিলা বৃথা, রাধা মোর ভক্তিরতা,
মোর ইষ্টে সদা তার মতি।
অমর কহিছে আজি বুঝিবে কি ভোজের বাজি
সুদুর্লভ, যুগল পীরিতি।

ব্রজ ভাব সুধানিধি, বিধি না করিলে বিধি,
বুঝিবার সাধ্য আছে কার।
সুসুকৃতি কেলা লব রস কেলী অনুভব,
এজনমে মিলিবে কি আর

দেবগিরী—নাম—ঝাপ ও আর খেমটা,

রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন
রাম নারায়ণ হরে।
হরে কৃষ্ণ মুকুন্দ, গোপীমোহন
রাস বিলসন হরে।
জয় কৃষ্ণ চৈতন্য শচীনন্দন
নাম পরায়ন হরে।
জয় শ্রীনিত্যানন্দ পদ্মানন্দন,
রাম বল রাম হরে।
জয় নন্দ নন্দন রাধা রমণ
রস রসায়ন হরে
নমোঃ ব্রজতিলক, ধেনু পালক
রাস বিহরণ হরে
নমো শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বেদ ভুঞ্জন
কলী উদ্ধারন হরে।
জয়, রাধা মাধব; রাধা মোহন
রাধা বিলসন হরে
জয় রাসরসিক রাস নর্ত্তন
রাস রসায়ন হরে।
নমো পীতবসন গৌর বরণ
নাম প্রচারণ হরে

মনোহরশাই—নাম—ঠুংরী।

জয়জয় দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, গৌরাঙ্গ।
নন্দসূণু রাধারতি, নমো শ্রীগৌরাঙ্গ।
জয়জয় শ্রীধাম কমলাকান্ত, জয় শ্রীগৌরাঙ্গ।
অক্রোধ পরমানন্দ নমো নিত্যানন্দ
অভিরাম দয়াধাম জয় নিত্যানন্দ
ভক্তিধাম মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
চারুনর্ত্তনাঙ্গন জয় শ্রীশ্রীবাস
দয়াবৃতি বামাসক্তি জয় গদাধর।
দেবকীনন্দন প্রিয় জয় রামানন্দ।
বচন মধুর ধব জয় দামোদর
মার শর মরদন শ্রীজগদানন্দ।
রতি পতি মুরহন্তি জয় শ্রীগোবিন্দ।
মকর কুণ্ডল ধারী জয় বংশীধারী
নমোস্তে জীবনানন্দ শ্রীপ্রাণবল্লব।

মনোহর শাই—নাম—ঠুংরী

দীনহীনে দয়াকারী শ্রীশচীনন্দন
নবনীল ঘন ঢাকা কসিত কাঞ্চন।
শ্রীরাস বিহারী হরি, শ্রীরাধারমন
অক্রোধ পরমানন্দ পতিত পাবন
মধুসূদন বামন পুতনা ঘাতন।
রাস বিলসন হরি কংস বিভঞ্জন।
চাঁচর চিকুর চূড়ে মুরলী চুম্বন।
দয়ার সাগর রাম রোহিনী নন্দন
দেবকী নন্দন কানু কালীয় দমন
বসু দেবাত্মজ হরি মুকুন্দ বামন।
শশীকোটী বিনিন্দিত সুহাস্য বদন।
রমাপতি বনমালী রমানিকেতন

মদন মোহন হরি যশোদা নন্দন।
নরহরি রূপধারী ভুবন মোহন।

বেহাগ—নিতাইপদ—একতালা

নিতাই প্রেমসিন্ধু যিনি সুধাসার।
কলীয় জীবতাতে দিলেগো সাঁতার।
ঘরে ঘরে চলে হরিনাম হিল্লোলে
পতীত অধমে করিলা উদ্ধার ১
কীর্ত্তন আনন্দ গৌর নিত্যানন্দ,
যাচিয়ে যাচিয়ে নর্ত্তন বিহার।
গৌরে তারে ধরি, বলে হরি হরি
ব্রজেরী উজ্জ্বল রস পরচার।২
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে খোল করতালে।
শ্রীরাস নটন কীর্ত্তন বিহার।
জগত আনন্দ, জয় নিত্যানন্দ,
কৈল হরিনাম, কীর্ত্তন প্রচার।৩
দন্তে তৃণ ধরি কোলাকুলি করি
যাহারে তাহারে বলে বারবার।
গৌর হরিনাম লও একবার।
বিনামুলে কেনা হলেম তোমার।৪
নিতাই নামে মাতি কুলের কুলবতি,
নাচে হাসে কাঁদে ছাড়িয়া সংসার।
অন্ধ জরাতুর, আবাল বিভোর,
হেন রঙ্গ নামে দেখেছ কি আর।৫
হেন নিতাই নামে রতি নাহি যায়।
আসা যাওয়া সার হইল তাহার।
জন্মে নাহি মৈল বৃথা এল গেল
বিধির বিধানে পতিত এবার।৬
সেই ত জনম হইল আমার।

নাহি পাইল সেই প্রেমসুধাসার,
নিতাই কৃপা বিনে নাহি গতি আর
অগতির গতি প্রেম অবতার। ৭
গৌর হতে বড় দয়ালু নিতাই।
তার সাক্ষি হের জগাই আর মাধাই।
মার খেয়ে প্রেম দেয় যরে তারে
অক্রোধ আনন্দ, অমিয় আধার ৮
নিতাই নাম সুধা অমৃত মধুর,
কিসে পাই এক বিন্দু সে সুধার
গৌর হরি বলি, দাওহে সাঁতার
নিতাই প্রেম সিন্ধু, অকুল-পাথার
যে জন দেখেছে, সেই সে মজেছে।
পাব কিহে দেখা কভু একবার।
দ্বিজকুলমণি, নিতাই গুণমণি
হরি হরি হরি, প্রেম পরচার ১০
নিতাই নাম প্রেম, মকরন্দ সার
দান হীনে লুটা হইছে এবার।
ঝরে অবিরল সেই মধুধার
ভাগ্যে কি মিলিবে এক বিন্দু তার। ১১
যার কৃপাবলে মিলিবে গকুলে
নিত্য রস কেলী যুগল কিশোর।
মঞ্জরী ভাবেতে পাবে অচিরাতে।
সিদ্ধ দেহ ধরী সেবা অধিকার ১২
নিতাই কৃপা হলে শ্রীচৈতন্য মিলে
অন্যজনে দিতে নাহি শক্তি তার।
ধর নিতাই নাম সর্ব্ব সাধ্য সার।
কিশোর কিশোরী চৈতন্য এবার। ১৩
জগৎ উদ্ধারিতে নাম প্রেম দিতে।
নররূপে আসি মরত বিহারি।

নিতাই হাতে ভণ্ড প্রেম বিলাবার
দৃঢ় করি ধর পাবে কিছুতার ১৪
ভজ নিতাই চাঁদ দয়ার সাগর
জীবন হইবে ধন্য এইবার
হরি হরি হরি বল অনিবার
ঘুচিবে বন্ধন পাবে পদ তাঁর
প্রার্থনা করয়ে অধম পামর
দাও রাঙ্গা পদ প্রেম অবতার ১৫

বিভাস—নাম একতালা

হরে কৃষ্ণ হরে রাধা মাধব বংশীধারী
রাধা মোহন কানু রাধা রমণ কানু
শ্রীনন্দের নন্দন বেণুধারী
জয় ব্রজ কুলভানু জয় জয় নন্দ সূনু
উজ্জ্বল বসন গিরিধারী
পতীত পাবন হরি, অধম তারণ হরি
শ্রীশচীনন্দন গউর হরি
অক্রোধ পরমানন্দ বলদেব নিত্যানন্দ।
জয় দীন হীনে দয়াকারী
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, পতীত জনার বন্ধু
আচণ্ডালের বন্ধু, হলধারী
অযাচিত প্রেমদাতা, বিশ্বগুরু জগৎ ত্রাতা
জয় দণ্ড-কমণ্ডলুধারী
জয় নর্ত্তন কীর্ত্তন, জয় শ্রীরাস মণ্ডন
জয় নীলাচল পথচারী।
জয় শ্রীরাস ভঞ্জন, জয়নাম সংকীর্ত্তন।
ব্রজ রস প্রেম পরচারী
জয় নবরূপধারী, ব্রজ কিশোর কিশোরী।
জয় শ্রীচৈতন্য হরি হরি

বেহাগ—অদ্বৈতপদ—একতালা

অদ্বৈত আচার্য্য করুনা সাগর
জগত তারিতে অংশ অবতার।
কাঙ্গাল পামরে করিতে উদ্ধার।
নদীয়ায় আনিলেন, পূর্ণ অবতার ১
দুঃখ জগতেরি, সহিতেনা পারি।
করুন হৃদয়, গলিল তাহার
স্তুতি নতি রতি করি অনিবার।
পূজিলেন এক উপায় তাহার। ২
সুরধুনীনীরে তুলসী মঞ্জরী
রাই কানু পদে সহ অশ্রুধারা।
বার বার দিয়ে, কাকুতি করিয়ে।
আনিলেন সেই বল্লভ রাধায়॥ ৩
জগত আনন্দ জয় শ্রীচৈতন্য
অদ্বৈত হুঙ্কারে এলেন এবার।
শ্রাবন মঙ্গল ভুবন মঙ্গল।
চিন্তামণিনাম, করিতে প্রচার॥ ■
কীর্ত্তন আনন্দ সহ নিত্যানন্দ।
ধন্য শান্তিপুর কীর্ত্তন বিহার।
জগতী আরতি জয় সীতা পতি।
কৈল কলি ধন্য নাম পরচার॥ ■
শ্রীচৈতন্য আসি, অদ্বৈত ভবনে।
অষ্ট প্রহর ব্যাপী হরিনাম প্রচার
আবাল বণিতা, বৃদ্ধ জরাতুর।
আচণ্ডালে মগ্ন, প্রেম পরিবার। ৬
যবণ হরিদাস, মুকুন্দ শ্রীবাস।
নামের মহিমা গাইল অপার।
অভিমান ত্যজি, সবে প্রেমে মজি।
মন্দাকিনী প্রায়, বহে অশ্রু ধার। ৭

ধ্যান যজ্ঞ ব্রত, নহি কিছু আর
হরে কৃষ্ণ নাম, সর্ব্বসাধ্যসার।
যাচনা প্রার্থনা, অপরাধতার।
কলৌ হরি নাম, এব মাত্রসার ৮
যত লবে নাম, তত সুধা পাব
উন্মুখ বিভোর, সর্ব্ব পরিহার
বেদ বিধি জ্ঞান হইবে খণ্ডন।
অচিরাতে পাবে প্রেম পারাবার ৯
শ্রাদ্ধ পাত্র আনি, যবনে প্রদানী।
আচণ্ডালে মিলি, প্রসাদ আহার।
হরি নামে নাহি, জাতি কুল ভেদ।
দেখাল অদ্বৈত দৃষ্টান্ত তাহার ১০
দ্বৈতবাদী মতি করিতে শোধন।
মায়া বাদ কাটি কৈল ছারখার।
জগত ফিরিল হয়ে একাকার।
একেলা গোবিন্দ নাহি কিছু আর ১১
অদ্বৈত আচার্য্য পূজক প্রবর।
যার কৃপাবলে জগতী নিস্তার।
কলী হল মত, জয় শ্রীঅদ্বৈত।
হরি হরি হরি। প্রেম পরচার ১২
জগনরনারী ছাড়িয়া সংসারী।
ঘোর প্রেমানন্দে, আনন্দ অপার।
তাপ ত্রয় নাশী জগত প্রকাশী
নামরবিভারাশী ঘুচিল আঁধার ১৩
অচ্যুতানন্দাদি আবরণ গন।
তাঁহাদের পদে কোটী নমস্কার।
দাও পদ ছায়া, কর মোরে দয়া
কৃপা করি সবে দাও পদ তার ১৪
সুধাদ্বৈতচন্দ্র জয় শ্রীচৈতন্য

জয় নিত্যানন্দ জগত আধার।
ইথে নাহি মতি অমর অগতি।
পাবে কি চরণ অধমে এবার।
প্রার্থনা করয়ে জুড়ি দুইকরে।
দাও রাঙ্গা পদ প্রেম অবতার ১৫

বেহাগ—গৌরচন্দ্র একতালা

অকনাম্বর নগব, পুরট সুন্দর কণক গৌর বিশ্বজন মনোহারী।
কীর্ত্তনবিহারী, সন্যাসকারী, দণ্ডকমণ্ডলুধারী।
শ্রীরাস ভঞ্জন, নাম উচ্চারণ, ভকতিপ্রেমদানকারী।
জগতজীবন, জীব নিস্তারণ, নীলাচল পথচারী।
শ্রীরাসনটন, নামসংকীর্ত্তন, বিরদ কুলী কলুষারী।
পতিত পাবন, অধমতারণ, দীনহীনে দয়া করি।
ভুবনমঙ্গল, শ্রবনমঙ্গল, মঙ্গলনাম পরচারী।
শ্রীবাস ভবন, কীর্ত্তন চারণ, জগপ্রেমানন্দকারী।
খোলকরতাল, মুঞ্জির বসাল, উজ্জ্বলরসপরচারী।
শ্রীবংশীভঞ্জন, ভুবনপাবন; জয় জয় বংশীধারী।
রাধাভাবতণু ব্রজ-কাইকাণু, কলস একতনুধারী।
ব্রজ কুল ইন্দু, রাধাপ্রেমসিন্ধু বিন্দু আস্বাদনকারী।
রাধা ভাবে ভোরা, নিশিদিশী গৌরা, রোয়ত বলি হরি হরি।
কস্তুরী গ ইছে, হাসিছে নাচিছে, বলেজয় শ্রীরাধারী।
অগতির গতি, জগত আরতি নিত্যানন্দ সিঙ্গাধারী।
জয় বেণুধারী, জয় গিবিধারী, জয় হরি হরি হরি।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ প্রেমঅবতারী।
জয় শ্রীশ্রীবাস জয় গদাধর, জয় ভবরোগহারী
জয় রামানন্দ, শ্রীজগদানন্দ, হরিদাস নামপরচারী
জয় দামোদর, জয়শ্রীশঙ্কর, সাবর্ণ গৌরহরি
রূপসনাতন, লুপ্তবৃন্দাবন, তীরথতত্বোদ্ধারকারী
জয় সার্ব্বভৌম গৌরভক্তোত্তম জয় গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

কলী যোগ ধন্য, জয় শ্রীচৈতন্য, সুধৈন্য নদীয়ানগরী।
নিকুঞ্জ বিহারী, নররূপধারী, ধৈন্য মরতবিহারী
অমর জগতি, ঝুরে দিবারাতি, আস্ব দিতে প্রেমবারি
দাও কৃপাকরি, পদবক্ষ পরি, প্রাণগোর গিরিধারী

দাসপারী গৌর ভাব—আড়াঠেকা

ব্রজ রস সিন্ধুমাঝে এ তিন রতন, স্বরূপ হে
একে একে উঘাবিয়া করব আস্বাদন
একমাত্র রসাশ্রয়, পূর্ণানন্দ চিন্ময়।
আমি হই পূর্ণতত্ত্ব, সর্ব্বরস পূর
তবু কেন রাধা প্রেমে, নির্ম্মল উজ্জলতমে।
অবিরত করেমোরে পাগল বিভোর।
অতএব মনেলয়, রাধা মোর গুরু হয়।
তাই আমি নটরূপে নাচি তারি বলে।
সে প্রেমের বল কত, নাচি পুতুলের মত।
আত্মহারা অত্যাশ্চর্য্য উন্মত্ত বিহ্বলে।
মণি দরপণে হেরি স্বকীয় রূপ মাধুরী।
অতিশয় বিস্ময়েতে কহিলা গোবিন্দ।
অভিনব চমৎকার স্ফূরিত মাধুর্য্য মোর।
কিসে ভাব অনির্ব্বচনীয় সে আনন্দ।
স্বয়ং রাধিকার মত মোর মুগধত চিত্ত।
সে মাধুর্য্য সকৌতুকে চির উপভোগ।
করিতে বাসনা বড় হয় মোর মনে দড়।
দামোদর কিভাবে করিব উপযোগ।
তৃতীয় ভাবের কথা কারে কহি সে বারতা
অত্যাশ্চর্য্য গোপী প্রেমা রূঢ় মহাভাব।
রাধা তার শিরোমণি অতুল নির্ম্মল যিনি।
ঝলমল কোটিসূর্য্য অতুল প্রভাব

কামগন্ধ শূন্য প্রেম শতব ন যেন হেম।
নিসকাম্ নিঃস্বার্থ কৃষ্ণসুখান্বেষী
মোর প্রেম রাই মাধুরী করি দোহা হুড়াহুড়ী
পরস্পর বাড়ে সদা করি দেখাদেখী
মোর যত সুখহেরি কোটি গুন শ্রীরাধারি।
বলবল কিসে পাই এতৃপ্তি সাধন।
সদামোর জাগেমনে এ তিন ভাব রতনে
পন্থাবল কিভাবে করিব আস্বাদন।
তাই আজি গৌরহরি উজলী নদেনগরী
আস্বাদিতে রাধা ভাব কান্তি অঙ্গিকারী।
সেই ব্রজের রাইকানু ছাড়ি সেই ধেনু বেনু।
তারিলাগি হৈনু আমি নবদ্বীপ বিহারী।
প্রার্থনা করয়ে দাস ভবভয়বন্ধ কর নাশ।
কৃপা করি অমরে অন্তিমে দাও দেখা।
তোমার কীর্ত্তনে মাতি যায় যেন দিবা রাতি।
খণ্ডিবে কি বিধির বিধানে যাহা লেখা॥

ভীমপলশ্রী—নিতাই জনম—একতালা।

প্রাণমোর নিত্যানন্দ, সতত বিভুত পরমানন্দ
ভুবন মোহন ছান্দুয়া।
আজুকি আনন্দ প্রতি ঘরে ঘরে, জনমিলা নিতাই পদমাকোড়ে।
নবঘন শ্যাম কাঁতিয়া।
ধৈন্য ধৈন্যলতাপুরী, যাহাতে নিতাই অবতরি,
জগত মঙ্গল ধনীয়া
চারি ভিতে সবে বলে হরি হরি, নাচত গায়ক হুঁকারি ফুকারি।
উথলিল প্রেম সিন্ধুয়া।
যে দিকে নেহারী সে দিকে শুনি, নগরী নাগরী দেয় হুলুধনী
ভরত গগণ ভরিয়া।
সুরাসুরা গন্ধর্ভ কিন্নরী, আকাশে কুসুম বরিষণ করি।
করিছে বিমানে চড়িয়া।

তাপস ঋষি দেবতা সবে, হেরিতে শ্যামল বলদেবে।
এলনররূপ ধরিয়া
হরি হরি হরি, সঘন বোল, মাদল মঞ্জির কর্ত্তালরোল।
শুনিয়া বালক হাসিয়া।
কেন যে নদীয়া নগরী পানে, অতীব সজল নিপায়ু নয়নে।
সঘনে বহিল চ হিয়া।
হরি হরি হরি শবদ বিনে, সকলে অবাক্ চমকি কেনে।
উঠিছে বালক কান্দিয়া।
ভাবেতে কুবাল বালক রাম, সুবলিত দেহ মোহণ ঠাম।
কে যেন আসিবে নদীয়া।
ব্রজের রোহিনী নন্দন যেই, কলির কলুষ নাশিতে সেই
ওপাড় জগত বন্ধুয়া
পতিত অধমে করিতে উদ্ধার, দয়া করি এল প্রেম অবতার।
নিবিড় প্রেম সিন্ধুয়া
নিখিল ভুবন প্রেম ভ স, অধম আমরে করয়ে আঁশ
প্রেম সিন্ধুর বিন্দুয়া

কানেরা—গৌর—একতালা

বন্দে শ্রীচৈতন্য, অসীমবদান্য
ভেদাভেদ শূন্য, শ্রীশচীনন্দন
জয় নিত্যানন্দ, সচ্চিদানন্দ।
ভজন তরু কন্দ, রোহিণী নন্দন।
স্বরূপ চৈতন্য, অভিমান শূন্য।
জগজীব ধন্য, নাম প্রচারণ। ১
রসময় ধাম, নিত্যানন্দ রাম
নয়নাভিরাম, জীব নিস্তারণ ২
নবঘন, শ্যাম, অতিনিরূপম।
আত্মারাম রাম, মদন মোহন॥ ৩
জয়া নীলাম্বর, হেম কলেবর।

বিশ্বমনোহর, শ্রীরাধারমন ১
রাধা ভাবে ভোরা, নিশিদিশি গোরা
সদা আত্ম হারা, সর্ব্বাত্মা রমন। ২
পতীত পাবন অধম তারন
লীলা পরায়ণ, গোপীকারমণ ৩
রাধা ভাব তনু, আস্বাদন জনু,
ব্রজকুল ভানু, শ্রীনন্দনন্দন ১
শ্রীরাস ভঞ্জন, নাম সংকীর্ত্তন,
নৈদা আগমণ, বাসনা পূরণ। ২
যুগল কিশোর, গৌরাঙ্গ সুন্দর
একতনুধর, রসবিলসন ৩
পঞ্চতত্ব মিলি সবে কোলাকুলী
সদা কুতুহলী, [illegible] সংকীর্ত্তন
কলী কৈল ধন্য, জয় শ্রীচৈতন্য
ভাসলু প্রেমেতে, নিখিল ভুবন
ইথে নাহি মতি, অধম অগতি.
ঝুরে দিবা [illegible], পেতেও চরণ

বিভাষ—প্রথমদর্শন—একতালা

সজনী . দেখলো ; কদম্ব হেলানে,
যমুনা পুলিনে কে।
দামিনী দলন, সুপীত বসন।
নবনীলঘন দে।
বদন মাধুরী নিরুপম মরি,
কোটী ইন্দু যিনি কাঁতি। ১
হাসি পরে খসি, ঝবে সুধারাশী
বিকসি দশন পাঁতি। ২
শিখী পুচ্ছেঘেরা, শিরে চারু চূড়া
দোলিছে কুণ্ডল কানে। ৩

কাম ধনু যিনি, ভুরু জোড়া খানি,
নয়ন কুসুম বানে।
ভেদিল মরম, কহিতে সরম,
কুললাজ ভয় থুই ১
চরণ অচল, ফিরে যেতে বল,
পাইব না পুনঃ সই ২
নয়নে যাহারি, লেগেছে মাধুরী,
সে জানে মদন জ্বালা। ৩
দুহ গেহ বাস, কেবল হুতাশ,
সোরতে এ হেন কালা। ৪
চরণে চরণ, ত্রিভঙ্গি বয়ান,
মুরলী অধরে নিয়ে।
কি ভাবে যে চেয়ে, প্রাণ হরিল,
সব গেল আলা ইয়ে ২
বনমালা গলে, মরি কিবা দোলে,
ধনক সিঞ্জলী যেনে, ৩
ধন প্রাণ মন, সব বিসর্জ্জন,
মধুর মুরলী তানে
চন্দন চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
সুগন্ধী পবন তায় ১
বহে মন্দ মন্দ, সে সৌরভ গন্ধ,
লাগিয়ে মোর নাসায় ২
হলেম উন্মাদিনী, শুন গো সজনী,
চিত না ধৈরয মানে ৩
কি করি উপায়, প্রাণ মোর যায়,
চাহিয়া নাগর পানে ৪
ভুজঙ্গ দলন, বাহুর বলন,
আজানু লম্বিত তায় ১
আছে কি জগতী, এ হেন যুবতী,

হেরিয়া না ভুলে তায় ২
হিয়ার লাগিয়া, কাঁদে মোর হিয়,
তনুর পরশ তরে ৩
তনু মোর কান্দে, স্থির নাহি বান্ধে,
কেমনে পাইব তারে ৪
অমরের বাণী, শুন ঠাকুরানী,
খানিক ধৈরয ধরে ১
ঐ যে বন মালী কয় সাধে বলি,
আসিছে মিলিতে তোরে ২
পাগলের প্রায়, ধাই শ্যমরায়,
আসিয়া লইল কোলে ৩
মিলন মাধুরী, কিশোর কিশোরী,
হেরিব কি ভাগ্য বলে

বসন্ত—গৌর অবতার—একতালা

কুন্দ গন্ধ বহে সমীরণ, মলয়জ গন্ধ করে বিতরন।
বিরহী বিধুরা মন উচাটন, বাসন্তী পূর্ণিমা আওরে ১
পূর্ণেন্দু গ্রহণ করি সন্দর্শন সখন কল্লোল হরি হরি বোল
দশদিশী ভরি, হরে কৃষ্ণ হরি কি আনন্দ নৈদা পুরেরে। ২
ভুবন আনন্দ সবে প্রেম নন্দ, সততঃ বিততঃ পরমানন্দ;
ত্রেত সুধৈন্য জয় শ্রীচৈতন্য, জনমিলা শচী কোড়ে রে ৩
গৌর আগমন, শুনি দেবগণ, করে অনুক্ষণ, পুষ্প বরিষণ
সর্ববতাপ হর পূর্ণ অবতার, উঠিল মঙ্গল ধ্বনী রে। ৪
ব্রহ্মা শিব আদি যত দেব দেবী, নররূপ ধরি হেরি গৌর হরি,
গেয়ে হরি হরি, গ্রাস ছল করি, আনন্দে হৈলা বিহ্বল রে। ৫
চারিভিতে গায়, লোক নদীয়ায়, উচ্চতান ধরি বলি হরি হরি।
নর দেবে মিলি একঠাই কেলী, লেখিতে কেহ না পারে রে। ৬
শচীর অঙ্গনে, সব দেবগণে গ্রাস অন্ধকারে, দেখিতে কোনারে

বসন্ত—গৌরঅবতার—একতালা

কুন্দ গন্ধ রহে সমীরন।
মলয়জ গন্ধ করে বিতরণ।
বিরহী বিধুরা মন উচাটন।
বাসন্তী পূর্ণিমা আওরে। ১
পূর্ণেন্দু গ্রহন করি সন্দর্শন।
সঘন কল্লোল হরি হরি বোল।
দশদিশী ভরি, হরে কৃষ্ণ হরি।
কি আনন্দ নৈদা পুরেরে। ২
ভুবন আনন্দ সবে প্রেমানন্দ।
সততঃ বিততঃ পরমানন্দ।
মরত সুধৈন্য জয় শ্রীচৈতন্য
জনমিলা শচী কোঁড়েরে ৩
গৌর আগমন, শুনি দেবগণ।
করে অনুক্ষন পুষ্প বরিষণ।
সর্ব্ব তাপ হর, পূর্ণ অবতার।
উঠিল মঙ্গল ধনীরে। ৪
ব্রহ্মা শিব আদি যত দেব দেবী
নররূপ ধরি হেরি গৌর হরি
গেয়ে হরি হরি গ্রাম [illegible] করি।
আনন্দ হৈলা বিহ্বলে।৫
চারি ভিতে গায় লোক নদীয়ায়।
উচ্চতান ধরি, বলি হরি হরি
নর দেবে মিলি এক ঠাই কেলী।
লখিতে কেহ না পারেরে। ৬
শচীর অঙ্গনে সব দেব গনে।
গ্রাস অন্ধকারে লখিতে কো নারে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরী তপোঃ ব্রহ্মা চারী।
প্রণত হইযা পড়েরে ৭

কেহ করে স্তুতি কারো হাতে ছাতি
কেহ জোর করে কেহ ধরা পড়ে,
পরম হরিষে কুসুম বরিষে,
কেহ বা চামর ঢোলেরে ৮
নীল মণি আভা করি আচ্ছাদন।
রাধা কান্তি গায় করি বিলেপন,
চমকি চাহিছে যেন বে কহিছে
ব্রজ সুধা দিতে এসেছিরে। ৯
পদ নখ কোনে ব্রজবস ঠাটী
নিষ্কলঙ্ক কোটী শশধর নাট
বদন কমল বিজলী চপল
হেরিয়া তরাশে থিররে ১০
থল-জল রোহ, চরণে বিরাজে
সুকৌস্তুভ মণি, বক্ষমাঝে সাজে।
সুবলিত দেহ রূপ রস রাজে।
হেরিতে পরাণ কান্দেরে। ১১
হেন অবতারে পাবে কি আমরে
এ হেন সুকৃতি আছে কি এবার
ধৈন্য ধৈন্য ধৈন্য জয় শ্রীচৈতন্য।
কৃপা করি দেও পাদরে ১২
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত চন্দ্র
যাহার হুঙ্কারে গৌর অবতরে
নাম প্রেম তরে ব্যাকুল অন্তরে।
অধম আমরে পাওরে ১৩

বসন্ত-বাহার—আড়াঠেকা

দেখ আলী কুন্দ বেলী ফুটেছে কেমন আজি
বোধ করি বসন্তেরী নব সাজে আগমন
ঝরিতেছে মকরন্দ গন্ধসহ বহে গন্ধ।
[illegible]

(একতালা)

বাসন্তী পূর্নিমা, বিমল জোছনা।
নাচে দিগাঙ্গনা, অতি সুশোভনা।
আবির কুঙ্কুম, কর আহরন
খেলিব ফাগুয়, শ্যাম পিয়াসন
সুপীত বসন, দামিনী দলন
কবি পরিধান, ঐ-যে-আসিছেন।
?র ত বে দেবি, মার পীচকারী।
কুঙ্কুম আবির, নেহারী নয়ন।

৫৫

প্রাণধন কানুরে আজ রমনী সাজাব।
বুকের উপরে কাচনী বান্ধিব
ধরা চুড়া ঘুচাব নীলসারী পরাব
নাগর হয়ে মোহন বাঁশী আমরা বাজাব।
চারিদিতে গোপিগণ মধ্যে রাধাসহরন
সুনীল নিচোলে অঙ্গে নাচিছে ঘেরিয়া।
মার শ্যাম অঙ্গ চাহিয়া আবির কুঙ্কুম দৃষ্টিভরিয়া।
নাচে সবে প্রেমানন্দে ঘেরিয়া শ্রীগোবিন্দে।
শ্যাম দরশনে নব প্রতিবিম্ব ভাতিয়া
শ্যাম সনে খেলে হোরি যুগল লীলামাধুরী।
শ্যামতনু গৌরভেল গোপীতনু কাঁতিয়া।

(একতালা)

মন্দ মন্দ বহিছে পবন হেরি গৌর হরিমন উচাটন
ব্রজ নর্ম্ম ভাবে হয়ে নিমগন ভক্তসনে ফাগু খেলেরে ১
মাধবী পূর্নিমা বিমল জোছনা সুরধুনী কুলে শ্রীবাস অঙ্গনে
ভক্তসনে মিলি হরি হরি বলি নিতাই গৌরাঙ্গ নাচেরে । ২
আবির কুঙ্কুম করে বরিষণ ব্রজ ফাগু খেলা করিয়া স্মরণ

ভাবেতে নাচত বিভোরে খেলত রাধা রাধা বলি গাওরে। ৩
রাধ ভাবে ভোরা মন প্রাণ গৌরা হাসত গাওত নাচত
বোওত
ঐ যে আসিলেন মুরলী বদন বলিয়া গৌরাঙ্গ কান্দেরে ৪
উচ্চতান ধরি বলে হরি হরি অরুন বসন অরুন নয়ন
সকলী অরুন ভাব বিলসন সুরধুনী দিকে চাওরে ৫
শ্রীবৈষ্ণবগণ ব্রজবালাগণ, কান্ত ভাবে ঘেরি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি
করিছে কীর্ত্তন ফাগু বরিষণ, সব ই রঞ্জিত আবিরে ৬
আসি সুরাসুরে নব বেশ ধরে শ্রীবৈষ্ণব স্থানে মিলি
প্রাণে
হেরিছে গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন আনন্দ পুষ্প প্রায় ফাগু ছুরিরে ৭
হেন অবতারে বিলাবার তরে ব্রজ সুধা নিয়ে কৈল আগমন
এহেন সুকৃতি আছে কি এবারে অধম অমরে পায়েরে ৮

সুরট গৌরচন্দ্র—রূপ

জয়রে গৌরাঙ্গ হরি কনক গিরী সুন্দর
অরুণ বসন ধর শির পর দণ্ডধর।
সন্ন্যাসীবেশে সুরধুনী পুলিনী পথ চারি।
জয়রে কীর্ত্তন কারী নদীয়া বিহারী
হরি নাম গানে ভক্ত বৃন্দ সনে
ভুবন জীব পুলকিত মুগধচিত সুরাসুর॥ ১
অখিল রস কলীতম মানস রোগহারীণ
জগমোহন সংকীর্ত্তন প্রেমানন্দকারী।
পতিত জন পাবন অধমগন তারন।
কলী কলুষ পাপহারী ভব বন্ধন হরি ২
বৈষ্ণব যত অনুরত কীর্ত্তন সুরঙ্গী
ব্রজেরী সুধ রস সুধা বিতরন সুসঙ্গী
প্রেমময় নাগর, উজ্জ্বল রস সাগর।
অভিমানি শূন্য জয় নিত্যানন্দ কলপর। ৩

শ্রুতি মঙ্গল সুমঙ্গল নাম পব চ
দাক্ষিণাত্য তীরথ কানন পথ চা
পতীত অধম জনে, নাম প্রেম বি
তাবল জগ পগুহগ, যাবে তারে
• নিতাই মোব নামে বিভোর ভজ•
দয়াসুধন সংকর্ষণ জয় নিত্যানন্দ
নমোজয় নরোত্তম কৃপালু অভির
চরণ পঙ্কজ পাশে করস্থান প্রভে
ভজন ধাম নিতাই বাম প্রেমদ ন
প্রেমা বলে গৌব মিলে রত
দয়াময় শেখর দীনহীনে দয়া ধব
প্রার্থনাকারী কৃপা বারি বিন্দু অ

আলেয়া—গৌরচন্দ্র—একতা

শ্রীরাধার ভাব কান্তি-সুধা-রসে
আস্বাদ মানসে এলরে গউর
নাম প্রেম দিয়ে, ভাব আস্বাদিয়ে
অধমে কাঙ্গালে করিল বিভোর
নিতাই ভ ই লয়ে, ঘরে
পতীত অধমে, অতি
যারে তারে ধরি, বলে
যাচিয়ে যাচিয়ে, দেও
জগত আনন্দ, সবে
নাচে হাসে কাঁদে, পরম
পঞ্চতত্ত্ব সঙ্গ, জয় নি
ভাবেতে মাতোর, ভাবে
ব্রজ সুধাধন, করি
ধরি উচ্চতান, নাম স
নাচিয়া গাইল, ভ বে
কাতে হরিনাম সাঙ্গ

ব্রজের রাই কানু, ছাড়ি ধেনু বেনু
নৈদা ধামে আসি, হৈল এক তনু
গলিত কাঞ্চন, রাধা ভাব তনু
জগত তারিতে, লীলা যে প্রভুর
পরতত্ত্বধন, কৈল আগমন
ভুবন পাবন, সবে আলিঙ্গন
সুকৃতি এ হেন. আছে কি এখন।
পাবে তাঁরি দেখা, অধম অংব
গউর নিতাই মোর, দয়ার আধার।
নাম লৈতে মোর, বহে অশ্রুধার
নাহি অপরাধের, কবে গো নিস্তার।
এজনমে কৃপা, হবে কি তাহার।
দয়ার সাগর, সর্ব্ব গুনাকর
পাষানের মত, হৃদয় শকত
নাহি অশ্রুধার, নাহি প্রেম মোর
দয়া করি কর, পতীত নিস্তার।

মোনোহরসাই —একতালা

এমন সুধামাখা হরিনাম, কোথা হতে এসেছে
এই নাম একবার শুনে, ভাব বিলসনে, আমায় পাগল করেছে
কতবার সাদরে শুনেছি, এ নাম, কখনত এমন হয় নাকো প্রাণ
কি নব মধুর ভাবের উচ্ছাসে,আনন্দ লহরী উঠেছে
ছিলাম অতিশয়, কঠিন নিঠোর, নামশুনে পাষাণ পরান মোর
কি জানি কি এক উজ্জ্বল রসে, প্রেম তরঙ্গে গলেছে।
বিষয় বিষানলে, জ্বলিয়ে, আকুল হরিনামে নিতাইর করেছে শীতল
দেহ গেহ ছারিয়া কেবল, নাচিতে বাসনা হতেছে
চাহিনা স্বরগের শান্তিনিকেতন, নশ্বর জগতের ভ্রান্তি বিলক্ষণ
নিতাই প্রেমনাম, মতি অনুক্ষণ, মধুর মধুর লেগেছে।
গৌর নিতাইর নাম, অমিয় আধার, বুঝি নাহি আগে, কি
অর্থ ইহার

এখন দেখ তারা, সবব মাধ্যসাব, যারে তারে কোল দিতেছে ॥
অ:জর সুধাবাশী, নামেতে প্রকাশী, যারে তাবে বৈইরে কবে
বিতরন
ধর ধর নেও বলে অনুক্ষন, ফিরে ঘরে ঘরে যাচিছে।
নিতাই চান্দেব হাতে, প্রেম বিলাবার, ভ গু নিযে দ্বারে ফিরে
অনিবার
জগত তাবিতে, নাম প্রেম দিতে, প্রেমেব ঠাকুর এসেছে
পবতত্ত্ব সীমায, দযাল নিতাই, তার সাক্ষী হের জগাই আর
মাধাই।
মাইর খাইয়ে, প্রেম দিতেছে তাদেরে হের কভু কেহ দেখেছে
দৃঢ় করি ধর, নিতাই চান্দের পায, দযা ধাম নিতাই দিবে কিছু
ভয
অহো পদাম্বুজে, পেতে পদরজে, অধম অমর পরেছে।

পুরবী—আড়াঠেকা

কিবা সুমধুব বাজে গহন কাননে বাঁশী
চল সখী বিধুমুখী, আসিতেছে তমোনিশী
বঁশী ডাকে আয় আয, করি বল কি উপায়
ওকজনের গঞ্জনায, হইয়াছি হারা দিশী
ললিতা বিশাখা তোরা, গৃহ কাজ সার ত্বরা
আমি হই আত্মহারা, সুবল সাজে সাজাও আসি
সুবলের বেশধবী, বেরল রাই কিশোরী।
চক্রবাক্ আবরিল, গবাসোনা কোলে মিশি
জয শ্যাম জয় বলি, বাহির হৈলা সকলী।
শ্যাম প্রেম কুতুহলী, চলে মা শীত মোরাশী।
অমর কহিছে আজি, সব দেখি ভোজের বাজি।
ভক্তি পুষ্প ভরি সাজি, দিব পদে বাঁকা শশী।

বিভাষ – রাগ — একতাল।

হরি নারায়ণ হরে, জয় শ্রীশচী নন্দন
বনমালী গুঞ্জামালী হরি শ্রীমধু সূদন।
নমো কৃষ্ণ যাদবায়, নমো কৃষ্ণ মাধবায়।
নমো কৃষ্ণ কেশবায়, ব্রজাঙ্গনা প্রাণধন
জয় রাম নিত্যানন্দ, জগজীব প্রেমানন্দ।
শ্রীবামন শ্রীমুকুন্দ, জয় রোহিনী নন্দন।
গিরিধারী বংশীধারী, শ্রীগোবিন্দ বেণুয়ারী
নিকুঞ্জ বিহারী হরি, জয় রাধা রমণ।
নবত বিহারী হরি, নিলাচল পথচারী।
নাম প্রেম পরচারী, জয় পতিত পাবন।
জয় আনন্দ বদন, জয় জয় সংকর্ষণ
জয় জয় জনার্দন, জয় যশোদানন্দন
ব্রজ সুখ বিতরণ, হরিনাম সংকীর্তন।
ভুবন পাবন ধন, জয় গৌর ভগবান
ব্রজ কিশোর কিশোরী রাধ ভাব তনু ধারী।
জয় জয় নৈদাপুরী ব্রজরস বিলাসন।

জয় জয়ন্তী—গৌর – রূপ

অরুনাভ বসন ধর, হেম বরণ সুন্দর, সুরধুনী তীরে ঐ।
সংকীর্তন বিহবল সুসাজে, আহা মরি।
গুউর হরি নাচত, চন্দন কি বিন্দু ভালে
বক্ষে বনমালা বিরাজে মরি কিবা শোভা
অধর পর হাসি ত হি ভকতগন সদনে।
মধু শ্রবন মধুর নাম গানে, ভুবন নাচাইয়ে।
শুনই পশু খগ নব সুরাসুর পুলকিত, হরিনাম রসে।
সুরধুনী তুয়া চলে উজানে সে নাম শুনে
ভকতগণ পরিবেষ্টিত নাম গানে সদারত।
চারি ধারে বিভোরে সবাই, নাচে কভই শোভা

কি এক ভাবে বিভোর, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে

রাধা প্রেমের ভরে

তাহে কত পুলক শত ভাবে, শ্রীঅঙ্গেতে।
নৈদা সুরধুনী কুলে হরি হরি হরি বলে।
ব্রজ মধুর উজ্জ্বল রসানন্দ, সব ই মিলে
বিতরি কুল রমনীক, তারল অধম নর
পাইবে কি অমর গতি মন্দ, এজনমে

রাগী—নিতাই গৌরাঙ্গ—কহরবা

ধৈন্য নিতাই গৌরাঙ্গ, হেরিলাম নৈদারঙ্গ
সতত কীর্ত্তনানন্দ জুড়াইলাম
ধৈন্যরে নদীয়া ধৈন্য, যাতে অবতরী।
সংকীর্ত্তন রসে, ভাসাল জগতে প্রেমে নাম পরচারি
রাধ ভাব আস্বাদিতে আসিয়া মরতে, ব্রজ সুধা রসে।
কলীজীর কৈল ধৈন্য, ধৈন্য গৌর হরি
ধৈন্য কলিজীব ধৈন্য ধৈন্য নীলাচল
পুরীবাসী ধৈন্য, ধৈন্য শ্রীজগমোহন মধু বস নাম
ধৈন্য দাক্ষিণাত্য পথ ধৈন্য নবনারী।
তীরথ কাননে সকলী হইল ধৈন্য গউর পদচারী।
নাম প্রেম প্রচারিতে আসি নৈদাধাম
ধরি যারে তারে অধম কাঙ্গাল জনে কৈল পরিত্রাম।
দয়াধাম নিতাইরাম ঘরে ঘরে যেযে।
নাম প্রেম রসে উদ্ধারিল নরনারী, নয়নাভিরাম।
হেন দুই অবতারে মতি নাহি জায
তবে কি উপায় অমর অধমে এবার কি সে তারে পায।
ধৈন্য গউর নিতাই আম র ধৈন্য সীতাপতি।
যার প্রেম বলে জগত হইল ধৈন্য অধম পতীত
মধুর উজ্জ্বল রস পরচার তরে
জগজীব সবে, সনে উদ্ধারিল গৌরগো অধম বিনে।

বিষয় জ্বালায় জ্বলে মরি একলা উপায়।
গউর হরিনামে, কীর্ত্তন আনন্দ আজি মধু রস নাম
জীবন হইবে ধৈর্য্য ভজ নিতাই চাঁদে
হরিনাম শুনে বিষয় জ্বালা যাবে দূরে পাবে ব্রজধাম

বসন্ত—একতালা

ধৈর্য্য ধৈর্য্য রূপ গদাধর হেরি কি আনন্দ হৈল সবাকার
জয় গদাধর বৈভো অনিবার সবে প্রেম নন্দে গাওরে।
শয়নে আসিয়া দিলে মোরে দেখা নাম প্রেম দিয়ে ওহে ব্রজসখা
কর পবিত্র নাকি ভগবান জীবন আনন্দে ভাসেরে।
হরে কৃষ্ণ হরি জয় গৌর হরি জয় নিত্যানন্দ জয় সীতাপতি
জয় শ্রীশ্রীবাস জয় গদাধর পঞ্চ তত্ত্ব মিলি আওবে
তোমাদেরি সঙ্গ কীর্ত্তন আনন্দ শতশঃ বিতত্তঃ পরমানন্দ।
গৌর দয়াধাম, জয় নিতাই বাম, অধমে অমরে চাসেরে।
ব্রহ্মাণ্ড কাপেতে, আসিয়া গৃহেতে তব লুপ্তভক্ত কৈলে পরচার
দয় করি প্রভু বহু এই ঠাই এ ভিক্ষা কাঙ্গালে মাগেরে
হরে কৃষ্ণ নাম, বৈলে অবিরাম হাসি কাঁদি নাচি নাহিক বিরাম
দৈন্য দাও মতি, প্রেমানন্দে মাতি সংসার বাসনা ছাড়িবে

মনোহর সাই—লোফা

বিকসিত নব চাপা কলী হেরি বনমালী।
সৌরভে আকুল শ্যামরায়।
অমনি জয় রাধে বলে, পড়ে ধরাতলে।
ধরিল সুবল আসি তায়, হায় কি হল বলে।
সে যে হেরে অচেতন, করিল যতন
চেতন যবে না হইল তায়।
তখন বন্ধুর সে কথা, সুবল বারতা।
সকাতরে মোরে কয় সুবল কেঁদে কেঁদে।

দশকোষি

রন্ধনে বসিয়ে আমি গৃহ স্বরূপে গৃহদাসী।
তখন সুবল আসি কয়।
শুনিয়া বন্ধুর কথা মরমে লাগিল ব্যথা
বিচারিয়া না দেখি উপায়
আপন ভূষণ দিয়া সুবলকে সাজাইয়া।
চলেম আমি সুবল হইযে।
ধরাচূড়া মাথে দিযে সুবলের মত হয়ে
গবাসোনা বক্ষেতে লইযে।

লোফা

ঘন বন মাঝে চরণ কত, আমি বিষে বেব্রত,
মণিময় নূপুর মনি, ফিরে বেলেমনা চরণ পরে
তখন শুনিয়া সুবলের বাণী, আমি হলেম উন্মাদিনী
পথ বিপথ নাহি জানি, অমনি চলেম প্রাণ বন্ধুর লাগি,
আমি ধাইলেম বন্ধুর পানে, তখন কেবা চেল পথ পানে।

দশকোষ্ঠী

আমি নিকুঞ্জ মাঝারে, দেখি নীলমণি পরে,
ধূলা মাঝে গড়াগড়ি যায়।
দেখি প্রাণ গেল উড়ি, তুব হুস ।পটী ধরি,
ভাবিলাম কি এর উপায় ?
অমনি ধরিয়া তাঁরে, তুলিলাম ধূলা ঝেড়ে,
ধরিলাম বক্ষের মাঝারি
আমার বক্ষ পরশে, জ্ঞানেন্দ্রিয় এল বসে,
চেল কানু নয়ন বিস্ফারি
বলে মোর মুখ চেয়ে, কোথা মোর প্রাণপ্রিয়ে,
কোথা বল প্রাণের সুবল
না হেরিলে পণকাল, জীবনে ঘটে জঞ্জাল,
না আসিলে প্রাণ মোর গেল,
বল বল হে সুবল, এল নাকি প্রাণপুতুল,
হৃদয় থনি মুখ রাই কিশোরী

যারে না হেরিলে প্রাণ, হয় সদা উচাটন,

কিছুতেই ভুলিতে না পারি

লোফা

বল্লেম আমি তোমার সেবাদাসী চিননাকি মোরে প্রাণশশী,

অমনি বক্ষেতে ধরিল হাসি, মনের কতই বা সুখে

মিল্লেন নব কিশোরী ব্রজসখা, এজনমে হবে কি তাঁহারি দেখা,

আছে কি অমরে হেন কপালে লিখা।

মনোহর—সাই—লোফা — দশকোষি

হরি হরি বিফলে জনম গেল মোর মনুষ্য জনম নিয়া

গউর নিতাই না ভজিয়া আত্মসুখে সদা আছি ভোর

কামিনী কাঞ্চনে ভুলে সদা আছি কুতুহলে

চিরানন্দ ভাবি সদা তায়

টাকা টাকা পয়সা পয়সা করে হলেম হারা দিশা।

তাই সুখ অন্য নাহি ভায

আমার আমার আমার করি গেলাম আমি সব পাশরি

জীবন হইল শেষ প্রায়

সংসার বিষয়া নলে দিবা নিশি হিয়া জ্বলে

জুড়াইতে না দেখি উপায়

শিশোদর পরায়ন দারা পুত্র সখা গণ

সার্থের সাথি কেহ নাহি আর

কিছু নাহি লাগে ভাল যাওয়ার সময় নিকট এল

কিসে পাই চির শান্তি তাঁর

ভজ সদাই নিতাই চান্দ যাতে পাবে গৌউরা চান্দ

রাধাকৃষ্ণ সেবা অধিকার

কৃপা কর গৌরধাম ধরি মোর কেশ দাম

তুল মোরে দয়ার আধার

বিষয় বিষ্টা গর্ত্ত হতে উদ্ধার হও অচিরাতে

পতীত নাহিক মোর মত

পতীত তারিতে তুমি | পতীত অধম আমি
উদ্ধারিছ কত শত শত
কৃপা করি এবার মোরে | ফেল কালিন্দীর নীরে
দাও সেবা কুঞ্জ অধিকার
খুলে দাও কুঞ্জ দ্বার | অমরে করি নেহার
তুমি প্রভু সর্ব্ব সারাৎসার
প্রার্থনা করে যে দাস | ভব বন্ধ কর নাশ
দাও তব সেবা অধিকার
নিতাই কৃপা হলে মিলে | নাহি অন্য বুদ্ধি বলে
কৃপা কর নিতাই এইবার।

মনোহরসাই—গৌরচন্দ্র—একতালা

সাধে কিরে জগা মাধা | প্রেমভক্তি বিতরী
মাল্লে মাল্লে কান্ধার বাড়ি | তবু বল গউর হরি
এনেছিত ব্রজ হতে, | যারে তারে বিলাইতে,
ব্রজরস প্রেমামৃতে | পান কর প্রাণভরি
রাধা প্রেম আস্বাদিতে, | এল গউর নদীয়াতে
নামরূপ সুধামৃতে | অধমে দিল বিতরী।
ব্রজের উজ্জল রস, | শ্রীবাস রস বিলস
নাম প্রেমসুধারস | মাদং বাজি বাঁশরী
নাম নবতন গীত | শ্রীরাস নটন গীত;
যত সব ব্রজ বালা | ভক্তরূপে অবতরী
নৈদা হৈল বৃন্দাবন, | নীধু শ্রী রাস অঙ্গন।
আজু সেই প্রেমানন্দ | নিত্যানন্দ জগভরি
হবে কৃষ্ণ হবে রাম | নিতাই গউর রাধে শ্যাম
ধৈন্য আজু নৈদা ধাম | রাই কানু পদচারী
অমর অধমে আজু | গউর নিতাই পদে মজু।
গাইতে বাসনা করে, | নিতাই চাঁদ গউর হরি॥

মনোহরসাই—গৌরচন্দ্র—একতালা

হরি হরি প্রাণ গউর, কেনরে এমন হল
পুরীধাম রসময় কৈল
প্রচারি উজ্জ্বল রস সবে কৈল প্রেম বশ,
হরি নামে মাতি বিহ্বল
সততঃ ক্রন্দন রোল, ভবি হরি হরি বোল,
হাসি ভাবে ভোরা বিয়াকুল
যারে দেখে তারে ধরে, বলে কেবল হরি হরি,
কাঙ্গাল অধমে দেয় কোল,
গুণ্ডিচা অঙ্গনে আজু নাম রস প্রেমে মজু,
বাহু তোলি নাচে হরি বোল
নাচিছে ঘেরি গৌরাঙ্গে সবে অশ্রু প্রেমতরঙ্গে।
অশ্রু স্বেদ ঝরে গঙ্গা জল
এ হেন কীর্ত্তন রঙ্গে প্রাণ গৌর নিত্যানন্দে।
যাচিতেছে অমর বাতুল

বিভাষ—ঝাঁপ

আজু কেনরে গৌরাঙ্গ আমার ভাবেতে বিভোর হইল,
কেহ প্রাণের বন্ধু বইলে, ধরা হলে লুটাইল।
কভু হাসে কভু কান্দে, ফুকারী ফুকারী।
স্বরূপের গলে ধরে বলে কোথায় শ্রীহরি
ললিতে আনগো ত্বরা নতু প্রাণ গেল
সই আজু আমার কি হইল, সকল সম্পদ ঘুচিল,
সুখ সাগর শুখাইল, দুখ কারে বলি।
না হেরিয়ে প্রাণ নাথে প্রাণের বনমালী।
পরাণ যে বাহিরী যায়, করব কি আলী
ঐ শুন বাজিছে বাঁশী মুখে রাধে বলি।
রামানন্দের গলে ধরি পুনঃ কেন্দে কহে তাই
কোথা মোর প্রাণেশ্বরী সত্বর আন নহ তায়

না হেরিলে ক্ষণকাল রাস বিলাসিনী।
ধৈর্য্য আর ধরিতে নারি, বিনে সেই বিনোদিনী
দয়া করি আন স্মবল প্রাণেরি পুতুলী
বল্‌রে রূপ সনাতন, তোরা ত কুঞ্জেই ছিলি।
কোন পথে মোর বন্ধু গেল, দিয়ে মাথে দুঃখের ডালি
পুনঃ গৌরিদাসে কয়, বল ভাই কি করি
অ রত মোর বাঁচে না প্রাণ বিনে সেই কিশোরী
কভু রাধা বলে কান্দে, কভু বনমালী
কভু কৃষ্ণ, কভু রাধা, ভাবের লীলা লহরী
এক অঙ্গে বিরাজিত আজ মোর গৌরহরি
এ হেন উজ্জল রস, প্রেম পারাবারে
আস্বাদিতে স্বাবরনে গৌর অবতরে
অমরে হেরিতে সদা প্রাণে কুতুহলী।

মনোহরসাই রূপক

শ্রবণহি গউর গউর নাম বোলন করে গো
হৃদয়ে পশি গউর নাম গো।
ঝুরতহি গউর চান্দ বিনে লোচনে গো
তাই না হেরিয়ে লোর গো।
তনু মন লোচন শ্রবণ রস য়ন গো
সব হি গউর ময় হের গো।
দূর হতে গৌর নাম, যব শুনি কানে গো
অবিরল চমকই চিৎ গো
পতি গেহবাস আশ দুবে গেল গো
ধৈরজ ধৈরয উদাস গো
স্বজনী গউর হেরিতে মোর গো
হয়েছিত পাগল, গৌরব ত্যাগল গো
সকলি বিসর্জ্জন ভেল গো।
নিশি দিশি রোই সহি কত জীবন গো
কিসে পাও অমরাধম গো।

জয় জয়ন্তি ??া—কাওয়ালী

নীলমণি বিহরে নদীয়ায় রাধার কান্তি লেপিয়ে গায়
হরি বল বলে নাচে আর গায়।
সদা রাধা ভাবে ভোরা, যেন উন্মাদিনী পারা
হাসে কান্দে আত্মহারা, গকুল ছেড়ে এলেম জীবে বুঝায়,
যারে ত বে ধরি দেয় কুল, বলে কেবল হরি হরি বোল
অধম কাঙ্গালে আকুল, ব্রজের সুধা নিয়ে সেত বিলায়।
নিতাই চান্দের কৃপা হলে, গৌর চান্দ সদাই মিলে
পর দোহার পদ কমলে, অমর কিসে এবার তাহায় পায়।

মল্লার—কাওয়ালী

এস এস গউর প্রাণ গুনধাম, নিতাই রাম সহ এ অঙ্গনুপরে
পঞ্চতত্ত্ব সাথে মিলি, হরি হরি হরি বলি
নেচে নেচে এস হে শ্রীহরি, মোদের মনোবাঞ্ছা পুরাও
বংশী ধারী, সকলের আশা হেরিতে তোমায়
এসহে নাচিয়ে এথ য কীর্ত্তন মু বাসরে
জন্ম নিলে নৈদাপুরে দিতে প্রেম যারে তারে।
প্রয়োজনে মরজ বিহারী মোদের বড় আশা এস গউর হরি
তোমাদের সাথে করিযে কীর্ত্তন পাবহে কৃপা বারি প্রেম
পারাবারে
কীর্ত্তন আনন্দে আজু রব দোহা পদে মজু চিরানন্দে
সবে অশ্রুবারি, করব বিসর্জ্জন নিতাই চান্দে স্মারি
সকলের শান্তি জুড়াব জীবন, এসহে গৌর হরি সংকীর্ত্তন তরে
সবে তোমাসহ মিলি করি আজি কোলাকোলি
কীর্ত্তনেতে নাম পরচারী, প্রেমের ব্রজ সুধা দাও হে
গিরিধারী, পতীতের আসা প্রতীত পাবন দাও হে কৃপা করি
অধম অমরে।

মল্লার—পঞ্চমসুয়ারী

গুরু পদ পঙ্কজ ধর অতি সুযতনে।
সরাগ সুশান্তি বিরাজে সদা ও চরণে
গাওরে গুরুদণ্ড নামে, যাতে পাবে ভগবানে
গুরু রাধা কান্তে কর চিন্তে এক স্ত যতনে।
এ সংসার বিষয়ানলে নাম কৃষ্ণ মেঘ মালে
নিবাইবে জ্বালা না হও উতালা কররে গ্রহণে।
ভব বিষয় তপন তাপে, গুরুব্রজ চন্দ্ররূপে
কবে দিবে দেখা সেই ব্রজসখা অধির এদিনে

পূরবী—একতালা

নাচে গউর ব্রজের কানু খোল করতাল বাজিছে বেণু।
রাধা রাধা বলে হাসে কান্দে গায় হরি হরি বলে ধূলায়ে লুটায়
ব্রজসুধা রাশী নামেতে প্রকাশি ধৈন্য কৈল কলি নদীয়া আণু।
মরম বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ হরি পাত্রীত অধমে যাগে তারে ধরি
দেয় নামসুধা ব্রজরস সুধা কাঙ্গালে প্রথমে নিজ প্রয়োজনু
সাবরণ সহ কীর্ত্তন আনন্দ জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জগত তারিতে নাম প্রেম দিতে এলরে এবার নন্দের সূনু।
পাপী তাপী তরে গৌর নিতাই নামামৃত সুধা এবারে বিলায়
যদি চাও তারে হবে কৃষ্ণ হরে সংকীর্ত্তন কর জুড়াবে তণু।
এলরে গৌর নিত্যানন্দ রাম নাম রসে ভোরা হয়ে অবিরাম
আচণ্ডালে ধরে কোলাকোলি করে ছাড়িয়া ব্রজের চারণ ধেনু
নাচেরে গৌরাঙ্গ নাচারে ভুবন সংসার বন্ধন করিল মোচন
বিষয় বাসনা গেলনা গেলনা মো অধম কেবল জ্বলিয়া মৈণু
না ভজি গৌর গউর নিতাই গুণধাম কার কৃপামূলে পায় ব্রজধাম
কৃপা করি মোরে দেও পদ জোরে জুড়াইতে প্রাণ উপায় কৈনু।
কৃপা বারি বল পার কি হে হরি আমা সম হীন নাহি জগতরি
অমর করে আশ এই অভিলাষ দেও হে তোমার চরণ রেণু

খাম্বাজ—চৌতাল

জয় রে গৌরাঙ্গ হরি কনক গিরি বংশী ধারী
যাহারি নামে প্রেমা সুধামৃত ঝরে অবিরল ধারে।
দিপ্তী যিনি দামিনীদলনে, রাধা কান্তি গায় কবি বিলেপনে
ভাব নিধির ভ ব অতুল ভুবনে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে।
হরি হরি বোল নাচত গাওত দেওত কোড় অধম পতীত
ঘরে ঘরে যাচি বিতরত নাম প্রেম রত্নহারে
গউরগনসহ নিতা॰ন্দ, সদা গাওত পরমানন্দ
চারিভিতে কীর্ত্তন আনন্দ ধৈন্য ধৈন্য নদীয়া পুরে।
চারিদিকে সবে হরি হরি, মধ্যে নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি
রাস লীলা সহরি সহরি, খোল করতাল বেণু স্বরে।
কীর্ত্তন আনন্দ মধু রস নাম, নিত্যানন্দ রাম গৌর গুণধাম
শুনিয়া কবেত জুড়াব পরাণ, পাবে কি অমরে তারে।

পুরবী—আরাঠেকা।

হরেকৃষ্ণ হরে জয় শ্রীশচীনন্দন
রাই ক ণু গউর তনু [illegible] যশোদানন্দন
নিতাই গউর রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম
দীন হীনে দয়া ধাম, পতীত পাবন ধন
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, অধম কাঙ্গাল বন্ধু
জয় ব্রজকুল ইন্দু ব্রজ বালা প্রান ধন
অক্রোধ পরম নন্দ পদ্মাসূত নিত্যানন্দ
অভিরাম বলরাম জয় রোহিনী নন্দন
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র শান্তিপুর কুলচন্দ্র
মহাবিষ্ণু অবতার জলশায়ী নারায়ন
গদাধর শ্রীশ্রীবাস জনার্দ্দন পীতবাস
জয় শক্তি অবতার জয় রূপ সনাতন
প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম জয় গৌর ভক্তোত্তম
শ্রীগোবিন্দ নরোত্তম গোপীজনবল্লভ জন

শ্রীস্বরূপ রামানন্দ জয় মুরারী মুকুন্দ
শিবানন্দ ভবানন্দ জয় গৌর সাবরণ
জয় শ্রীজগদানন্দ জয় শ্রীনয়নানন্দ
জয় ললিতা বিসাখা জয় ব্রজবালাগণ।

ভূপালী—একতাল।

আমি কেমনে গৌরাঙ্গ পাব, সে যে পুরট সুন্দর হেম কলেবর
গোপিকাজন বল্লভ শ্যামবরন হেন রাধ কান্তিধাম
গায়ে ঢাকী নীলনাভ। হরি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন।
প্রেমনামামৃত করে বরিষন, যারে তারে ধরি করে
বিতরণ, চিরানন্দ মুণিলোভ।
প্রতিলোম কোপে প্রস্বেদ উদ্গম যেন পিযূষ ক্ষরন
কদম্ব কেশর পুলক পল্লব কুসুমের বিকাশন।
প্রেম মাখা নাম শুনিযে তাহার ভুলেছে আপনা কি কহব
আর, সুধারাশী যেন চাদো সে আনন, সে ভাব জগদুর্ল্লভ
নিশ দিশী নাটি না চাইয়ে গৌর নাচাইছে ভগজন
মধুর কীর্ত্তনে নাম প্রেম দানে অধম কাঙ্গালগন
শ্রীধাম কীর্ত্তন মাদল বাঁশী পশিবে কি মোর পরাণে
নিশি, জগ্নাথনে গউম পাবে কি অমর প্রাণের রাধামাধব

সিন্ধু—খাম্বাজ—ঠুংরী

হরি হরি নিতাই চান গৌর প্রেমধাম অবতার
জয়রে জয় হরি জয় গৌরধাম জয় মুকুন্দ মুরারি হরে কৃষ্ণ
রাম হরি হরি হরি জয় বংশীধারী জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয়
শ্রীবাস গদাধর। জয়রে কীর্ত্তন চারী পতীত পাবন
বংশী বদন বেদন নিগঢ় ভঞ্জন, হরে কৃষ্ণ হরে জয়
গিরি ধরে মুরহন বদনধর জয় পীতাম্বর।

কীর্ত্তনের সুর—একতালা

গাঁইয়া সদিরে শ্রীবৎ বিহরে উঠলারে নাম সুধা মাখা হরে
হরে কৃষ্ণ।

আহা কি মধুর নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম মিটেনা সাধ ডাকলে
অবিরাম, এনাম ব্রজেছিল গৌরত্ত নিল দিল যারে তারে ধরে
চন্দন চর্চ্চিত হয়ে ফুলমালা গলে দিয়ে সবাই নাচে হরি বল বলে
নামে নাচে কান্দে হসে গায় কেহ ধরা পরে পড়ে ।
মাঝেতে গৌরাঙ্গ চান্দ সহ নাচে নিতাই চান্দ
সবাই নাচে দুবাহু তুলে, আজু লম্ফে ঝম্পে মাতুয়ারা ধরা টল
মল করে
সাত সম্প্রদায় নাচে চৌদ্দ মাদল বাজে বত্রিশ করতাল ঘন
রোলে
সবে দেখে গৌর হরি নাচে নিজ নিজ ধারে।
রথাগ্রে নর্ত্তন গীত বিশ্বজন বিমোহিত সবার নাচে হরি বল বলে
দেবতা গন্ধর্ব্ব নরে এক ঠাই কেলি করে।
কীর্ত্তন আনন্দ ধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি বোবায় কান্দে হরি
বল বলে নাচে অন্ধ আতুর খঞ্জে নেচে হরি গুন গান করে
স্তম্ভিত হইলা শ্যাম হেরে নিত্য গৌরধাম মন্থর ভাবে শ্রীরথ চলে
নামে হেন পরিমুণ্ডা নৃত্য কি ভাগ্যে হেরে অমরে।
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম ডাকরে ভাই তারে
অবিরাম এনাম যত লবে সুধা পাবে অন্তে যাবে ব্রজপুরে ॥

বিভাষ—ঝুলন—একতালা

স্বজনী চল গো নিকুঞ্জ সদনে হেরিব ঝুলন আজু
দোহো রূপে হেরি ঝুলন মাধুরী যাব সবে প্রেমে মজু।
যুগল মাধুরী নিরুপম মরি মেঘে ইন্দু মিশা মিশী।১
দোহো মুখে হাসি দশন বিকশী ঝরিতেছে সুধারাশী ২
শীখি পুচ্ছে ঘেরা শীরে চারু চূড়া দোলিছে কোণ্ডল কাণে।৩
ভুবন উজলী রাধা রূপ মিলি মোহিছে জগত জনে। ৪
জগ মনো হারি কিশোর কিশোরী দোলিছে ঝুলনে মরি। ১
পিকবধুগন গাইছে মিলন সুখ নিনাদে কুহরী।২
ভ্রমর ভ্রমরী মধুর গুঞ্জরী গাইছে ঝুলন গীত ৩

মৃগ মৃগী দল হইযে পাগল চারি ভিতে লম্ফমান ৪
মৃদুল মধুর কিংকীনী নূপুর ম দল মঞ্জির বায় ১
মাঝে মাঝে বাঁশী নাদি কাণ শশি মোহিছে ব্রজ বালায়
এহেন আবতি হেরিতে শকতি হবে কি জীবনে আর ।
সংসার বন্ধন হইবে মোচন মানসে ঝুলন যার ৪
বিশাখা ললিতা মুঞ্জুরী সংযুতা ঘেরিয়া রাতুক ঝুল ।১
হরি হরি হরি উচ্চতান ধরি জয় রাধা কৃষ্ণ বোল ।২
জগত মঙ্গল ভুবন মঙ্গল জীবন মঙ্গল যায় ৩
করিতে দর্শন এহেন ঝুলন অমর আকুলী গায় ৪।

সোহাগ—ঝুলন—বা ।

প্রফুল্ল মনে কুঞ্জবনে কেলি কারণে এস গো রাধে
মাধব সমীপে দোহে ঝুলত, হেরি ঝুলন ভাসব মোদনে
দোহো ঝুলন দোহানন দোহো বিহারে এস গো রাধে ।
কালীয়া সদনে দোহো ঝুলত হেরি ডুবব ও পারাবারে ।
কুসুম দল মালতী মাল দোহো গলে এস গো রাধে
নবকুঞ্জ সমীপ দোহো ঝুলত উজ্জল সুকুমার দোলে ।
মন্দ সুমন্দ বহে পবন সুরভি দোহো এসগো রাধে ।
গোবিন্দ সমীপ দেহ ঝুলত মরি শোভিত ললিত দেহে ।
বসাখা দেই ঝুলি রাধা মাধব ঝুলে এসগো রাধে ।
কালিয়া কুলেতে দোঁহ ঝুলত চিব আনন্দ জগত জনে
মৃদু গুঞ্জর মধুপা কুল জযতী রাধে এসগো রাধে
শ্যামর সদনে দোঁহ ঝুলত উজ্জল রস সরস ভাবে
মধুরতর পিকে পিকর হেরত কুহরে এসগো রাধে ।
ঝুলন দোলনে দোহে ঝুলত ঈখন রুচি জগজনারে ।
কহত মূঢ় মতি লোক সমাজে দোহ ঝুলন করিতে দর্শন
অমর যচে দোহ পদ রজ—

ভৈরবী— ঝুলন— ঠুংরী

ঝৈঝ্য ঝুলকি শ্যাম, রূপ নিরুপম
দোঁহ গুনধাম, বসে একাধারে।
রাঙ্গা দোল বসি রাই ক না শশী
নব ঘনে মিশী, বিজলী থিরে

দোলিছে সঘন মোহিয়া ভুবন, ললিতা বিসাখা ধরিয়া হিল্লোলে। ১
দিচ্ছে ঘন ঝুল বাধা কৃষ্ণ বোল ভাবেতে বিহ্বল ঝুলন নেহারে।
ব্রজবাসীগণ ভাবে নিমগণ ধাইল সঘন হেরিতে ঝুলন। ১
দোহো চন্দ্রানন হেরি জীবগণ ভাব বিলসন প্রেমত্ত বিভোরে। ২
শাস্ত্রে আছে লিখা, যার হবে দেখা সংসার বন্ধন হইবে খণ্ডন। ১
যে বিন্দ ঝুলন করিলে দর্শন সফল জনম জন্ম জন্মান্তরে। ২
দোলায় ঝুলন মঞ্চে অরোহন শ্রীরথ গমন পুরুযোত্তমে। ১
পুনর্জন্ম তার হইবে না আর সফল জীবন পাবে বংশাধরে ২
ভণত আনন্দ সবে প্রেম বন্দ শ্রীরাধা গোবিন্দ মোহন দোলেরে
হেরিতে ঝুলন করে অ কিঞ্চন যুগল চরণ অধম অমরে।

মঙ্গল বিভাষ—ঝুলন—একতালা

ভায়ল দশদিশি প্রেম হন ঝুলে নবরঙ্গে।
পূরবে উদি বাল অরুন ফুটল মুদিত কমল বদন
চমকে উঠি ব্রজবাসী মাতি আজু সুপ্রেম তরঙ্গে।
হেরিয়া সকলে রজনী ভোর আস্তে ব্যস্তে সবে চলতি জোর,
গত-যামিনী কুল ভাগিনী সাজত বাল রঙ্গে।
ফুক রত নরনারী ভৃঙ্গ মধুপ ধাবই কত সুবহুলোক,
শুক শারিকা পিক গাওরি নিধু বন ভরি আনন্দে।
ললিত ভূষন বসন সাজে মনি জুত বেণী ফণী বিরাজে
শিখি-পুচ্ছত চূড় হেলত বামে ঝুলত মৃদু মন্দে।
তরিত জড়িত নিরদভাতি দোহো মুখে বালে রহিলো সূতী
কিবা উজ্জ্বলরস দেওত সব ভকতবৃন্দে।
বড়জ কুলজ জলজ নয়নী বসিয়া বাগেতে মোহিলা ধরনী

কিবা ঝুলত মৃদু দোলত সবাই প্রেম তরঙ্গে
ঝুলন নব ব্রজ বাল সবে পেরিসবে ঝাপে মৃদুভাবে
ও প্রেমে মজে ত্যজল লাজে নাচে কিবা রঙ্গ ভঙ্গে।
এহেন ঝুলন হেরিতে মুই সদা কান্তে মতি কহবি কই
জগদানন্দ ঝুলন অমরে মিলিবে কি মতি মন্দে।

খাম্বাজ—নাম—রাগ

শ্রবন মঙ্গল নাম ভুবন মঙ্গলম্
হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম্ রে
হরো জিহ্বে জিহ্বে জিহ্বে নমো কৃষ্ণায় রে
হরে রামে হরে রামে গুনধামে হরে রাম
হরি মুকুন্দ কেশবং ভবরোগ কলুস বিনাশনম্ পাবনমরে
জগত তারনম্ তাপ মুচনম্ রে
নাম পর গৌর চন্দ্র পাতক নাশক দর্প হারক
ভক্তবর্গ পালক রাধাকান্তে বিলাশান্তে
ভাবুষ্ঠাম আত্মারাম রাধামাধবরে কলীতারন রে
পতীত জনানাম রে তাপ হরনম্ রে নাম দাতা নিত্যানন্দ
স্বতন্ত্রানন্দ কৃপাকারক কলি দর্প নাশক ব্রজ উজ্জ্বল রস
ব্রজ রস ভাব বিলস হরেকৃষ্ণ নামরে
জগ নরের নাম দীন তারন রে

মুলতানি—গৌরচন্দ্র চৌতাল

কিবা গৌর সুন্দর হেম কলেবর ব্রজউজ্জ্বল রস বিভোর
মধুর মাধুরী নিরোপম মরি, রাধারি প্রেম ভিখারি। ১
সদা ভাবি সুভাব তরঙ্গে, ডুবু ডুবু অঙ্গ খেলত রঙ্গে
নাচে হাসে কান্দে ভঙ্গে, নদীয়া বিহারী ২
রাধাভাবে সতত: আনন্দে ঢড় ঢড় অঙ্গে চলত রঙ্গে
ভক্তগণ সঙ্গী সঙ্গে, মরও বিহারী। ৩ (সুরকার)
ধরি সদানন্দ কবে বলে গৌরা কাতর স্বরে

প্রান যে মোর কেমন করে, দেখাব বল কি করে। ৪
চল ভাই ওরা ফরিযথা আছে প্রানেশ্বরী
ধৈর্য্য আর ধর্‌তে নারি, বল উপায় কি করি ৫ (তেওরা)
যথা জল ধর বিহনে কাতর চাহি নীলাম্বর কান্দে নিরন্তর
তেমতি আমারি বিনে প্রেম বারি, মোহিনী কিশোরী এচাতক
মরি। ৬
নিজ হাতে ধরি পুনঃ গউর হবি বলেছে ললিতে চল গো ত্বরিতে
যথা আছে মোর প্রাণের কিশোর, নতুহে স্বরূপ ত্যজীব
জীবনে ৭
রাই কানুরূপ আনন্দ স্বরূপ, যে জন দেখেছে সেই সে মজেছে
একতনু ধরি এলীলা মাধুরী বুঝিবার তরে কাদিছে অমরে। ৮

কানেরা—ঝুলন—একতালা

বন্দে শ্রীগোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ, জগত আনন্দ যশোদা নন্দন
রোকুষ্ঠিমানম্ বাল গোপালম্ দোলায়মানম্ সংস্থ নাকারন
সৃজিল উপায় যশোমতি তায়, চাপায়ে দোলায় সুমৃদু ঝুলন। ১
নয়ন ভিরাম, রসময় ধাম, দোলে অবিরাম, নয়ন রঞ্জন। ২
স্নেহময় ধাম বুঝি অবিরাম, হইল বিরাম সক্রোধ ক্রন্দন। ৩
নব ঘন শ্যাম, অতি নিরূপম, আত্মারামরম ভুবন মোহন। ১
মৃদু মৃদু হাসি, ঝুলে দোলায় বসি ব্রজকুল শশী জগত মোহন
সুধা পড়ে খসি. শ্যাম হাসি রাশী, সবে প্রেমোল্লাসী যশোদা অঙ্গন
সুরাসুরগণ কৈল আগমন কবিতে দর্শন গোপাল ঝুলন
নরদেবে মিলি এক ঠাঁই কেলি সবে কুতুহলী ভরি প্রাঙ্গন ৩
সবেস্তোতি করে যোরি দুই করে, কেহ নতিভরে করিছে দর্শন
গোপাল ঝুলন, করি সন্দর্শন, ব্রজবাসীগণ আনন্দে মগন।
শ্রবন মঙ্গল, নিত্য সুমঙ্গল, ভুবন মঙ্গল জগত পাবন ২
অমর পামর বড়ই কাতর হবে কি আবার ওরূপ দর্শন। ৩

খাম্বাজ—মিলন—আদ্ধা

সইল ঐ মোদের কেলে সোনা
বামে রাই কাচা সোনা প্রেমে বিভোরা। ১
ভাতিমানে নিকুঞ্জ কাননে, নবঘনে বিজলী মিলনে
চিত্ত চোরা ঐ মৃদু হাসি দোঁহা বদনে
প্রেমের এই লীলা মাধুরী প্রেমিক প্রাণ হরা ২
আয়লো সই কুসুম চয়নে দিব সবে দোঁহার চরনে
পরাইব দোহার গলে গাথি যতনে
প্রাণের এই প্রেমের খেলা, জুড়াই খেলি মোরা ৩
শ্যামতনু তরুন তমালে তাহে হেন লতিকা রসালে
রাই কানু ঐ জগৎ মোহে বসি বিরলে
সাধের এই প্রেমের মিলা অমর চায় স্বরা
কবে মুই মুঞ্জরী ভাবেতে দোঁহ সেব পাব অচিরাতে
প্রাণ ভরিয়া নেহারিব যুগল মিলনে,
মজব এই নিত্য খেলায় হয়ে আত্মহারা। ৫

সমাপ্ত